News of Different Activities

অর্কিড সংরক্ষণ গোপগড়ের পার্কে

বরুণ দে

মেদিনীপুর: মেদিনীপুরের গোপগড় ইকোপার্কে গড়ে উঠতে চলেছে দক্ষিণবঙ্গের প্রথম অর্কিড জীববৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ কেন্দ্র। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা যেমন অযোধ্যা পাহাড়, রানিবাঁধের সুতান, শুশুনিয়া, কাঁটাপাহাড়ি, বেলপাহাড়ি, গড়পঞ্চকোট, নয়াগ্রামের তপোবন থেকে অর্কিড আনা হবে এখানে। প্রায় এক হাজার বর্গফুট জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিডের সংরক্ষণের ব্যবস্থাও হবে।

সম্প্রতি গোপগড়ের পার্কে গিয়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন অর্কিড বিশেষজ্ঞরা। ছিলেন 'ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট রিসার্চ' (টিআইইইআর)-এর সম্পাদক তথা কাপগাড়ির সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোলের বিভাগীয় প্রধান প্রণব সাহু, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যার অধ্যাপিকা নীলাঞ্জনা দাস চট্টোপাধ্যায়, অর্কিড বিশেষজ্ঞ শাশ্বত মাইতি, গবেষক শুভেন্দু ঘোষ প্রমুখ। ছিলেন মেদিনীপুরের ডিএফও রবীন্দ্রনাথ সাহাও।

প্রস্তাবিত কেন্দ্র গড়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে 'ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট রিসার্চ'। সংস্থার সম্পাদক প্রণববাবু বলছিলেন, "মেদিনীপুরে এমন কেন্দ্র গড়ে তোলা খুব প্রয়োজন। এতে গবেষকরা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি, ইকোপার্কের সৌন্দর্যায়নও হবে।"

বন দফতরের এক কর্তা জানাচ্ছেন, অর্কিড ফুলের বিশেষত্ব হল মাস খানেকেরও বেশি সময় ধরে ফুল ফুটে থাকে। মাটি ও এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই অর্কিডের চারা বাছা হবে। প্রকল্প এলাকা সূক্ষ্ম জালের আচ্ছাদনে ঢেকে (শেড-নেট) চাষ করা হতে পারে। শেড-নেট দিয়ে ঘেরা ঘরের মতো দেখতে অর্কিড খেতে সূর্যের আলো সরাসরি প্রবেশ করতে পারবে না। তাঁর কথায়, "ঠান্ডা, স্যাঁতস্যাঁতে পাহাড়ি এলাকার গাছ হলেও অর্কিডের বিশেষ কিছু প্রজাতি উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও জন্মায়। এ রাজ্যে প্রধানত ডেনড্রোবিয়াম ও ক্যাটালিয়া প্রজাতির অর্কিডের চাষ হয়। মেদিনীপুরের এই কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক ভাবে চাষ হবে।"

প্রণববাবু বলছিলেন, "একটি অর্কিড পরিণত হতে এক-দেড় বছর সময় নেয়। তারপর তা থেকে দীর্ঘদিন ধরে ফুল ও নতুন চারা পাওয়া যায়।" শীঘ্রই গোপগড় ইকোপার্কের প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় অর্কিডের জন্য জমি তৈরির কাজ শুরু হবে।

জামবনির কলেজ সেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামবনি: জেলাস্তরের সরকারি ছাত্র-যুব বিজ্ঞান মেলা ও কলেজস্তরের মডেল প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে জামবনির কাপগাড়ি এলাকার সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ।

ওই কলেজের ভূগোলের বিভাগীয় প্রধান প্রণব সাহু-র পরিকল্পনায় বিএসসি সেমিস্টার থ্রি-র পড়ুয়া অনিমেষ সিংহ ও সোনালি দণ্ডপাট যুগ্মভাবে বন্যপ্রাণের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি মডেল উপস্থাপন করেছিলেন। মূলত, রেল লাইনে বন্যপ্রাণের বিপদ নিয়ে মডেলটি তৈরি করা হয়েছে।

সম্প্রতি জামবনির ডুমুরিয়া এলাকায় রেল লাইন পেরোনোর সময় ট্রেনের ধাক্কায় শাবক-সহ তিনটি হাতির মৃত্যু হয়। কীভাবে রেল লাইনের কাছাকাছি হাতি বা অন্য বন্যপ্রাণি চলে এলে সেন্সারের মাধ্যমে সতর্ক হওয়া যাবে, সেটা দেখানো হয়েছে ওই মডেলে।

শুক্র ও শনিবার ঝাড়গ্রাম কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশনে জেলাস্তরের বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনী হয়েছিল। প্রথম হওয়ার সুবাদে সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের দুই পড়ুয়া এই মডেলটি নিয়ে আগামী ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যস্তরের বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন।

উদ্বোধনে জেলাশাসক

৫০ গবেষণাপত্র নিয়ে জীব সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা ঝাড়গ্রামে

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম: জীব বৈচিত্র এবং সংরক্ষণের উপর একটি জাতীয় স্তরের সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রবিবার জামবনি ব্লকের চিল্কিগড়ের কনক দুর্গা মন্দির চত্বরে এই সেমিনারটি হয়। জামবনি ব্লকের কাফগারি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের উদ্যোগে এবং ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অব আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সংস্থার সহযোগিতায় জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশ এই বিষয়ে জাতীয় আলোচনাচক্র এবং পরিবেশ সমীক্ষা হয়। প্রথম দিনের পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আর অর্জুন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অধিকর্তা লক্ষীনারায়ণ শতপথি, জামবনি ব্লকের বিডিও মহম্মদ আলিম আনসারি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান আশিস কুমার পাল, বোটানির অধ্যাপক রামকুমার ভকৎ, কাফগারি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান, আয়োজক কমিটির সম্পাদক প্রণব সাহু প্রমুখ। এদিন জাতীয় এই পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এই আলোচনায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পরিবেশ বিষয়ক পঞ্চাশটি গবেষণা পত্র নিয়ে আলোচনা হয়। আয়োজক কমিটির সম্পাদক, কাফগারি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রণব সাহু বলেন, "জীব বৈচিত্র এবং পরিবেশকে কিভাবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় তা নিয়েই আমাদের এই জাতীয় আলোচনাচক্র এবং পরিবেশ সমীক্ষা। সোমবার এই আলোচনাচক্র আমরা ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কোদপালে করব।"

দুর্ঘটনাস্থল: এখানেই ঘটেছে বিপত্তি। ইনসেটে ছোট্ট জয়ন্ত। নিজস্ব চিত্র

পরিবেশ বাঁচাতে প্রস্তাব

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামবনি: জীব বৈচিত্র্য ও অরণ্যের ভারসাম্য রেখে স্থিতিশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকারকে ২৬ দফা খসড়া প্রস্তাব জমা দিল জামবনির কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ। ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জমা দেওয়া খসড়া-প্রস্তাবটি যৌথ ভাবে তৈরি করেছেন ভূগোলের বিভাগীয় প্রধান প্রণব সাহু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক শেখ মাফিজুল হক। প্রণববাবু জানান, ঝাড়গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর করাতেই পরিবেশ-বান্ধব পরিকল্পনা-প্রস্তাব রাজ্যের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

সেবাভারতী কলেজের ভূগোল বিভাগের উদ্যোগে এবং মেদিনীপুরের 'ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অব আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ' সংস্থার সহযোগিতায় গত মার্চে জাতীয়স্তরের আলোচনাসভা হয়েছে। সেখানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পরিবেশ ও পর্যটনের গবেষক, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীরা যোগ দিয়েছিলেন। এসেছিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তারাও। তারপরই প্রস্তাব তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়। প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, চিল্কিগড়ের কনক অরণ্য এলাকায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্প গড়ে স্থানীয়দের যুক্ত করা, বেলপাহাড়ির লালজল, বাঁশপাহাড়ি, ঘাঘরায় পরিবেশ বান্ধব রিসর্ট, রোপওয়ে, ওয়াচ টাওয়ার, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, হস্তশিল্পের বিক্রয় কেন্দ্র চালু, প্রকৃতির মাঝে আদিবাসী লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের জন্য একাধিক ওপেন থিয়েটার তৈরি ইত্যাদি।

প্রস্তাবে আরও জানানো হয়েছে, বাবুই ঘাস, বাঁশ, বেত, শালপাতা, কেন্দুপাতার মতো জেলার বনজ সম্পদকে কাজে কুটির শিল্প গড়ে উঠলে দরিদ্র আদিবাসী-মূলবাসীদের রোজগারের বন্দোবস্ত হবে। কংসাবতী ও সুবর্ণরেখার ভাঙন রোধের ব্যবস্থা না হলে কয়েক হেক্টর কৃষি জমি অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ারও আশঙ্কা করছেন গবেষকরা। পাশাপাশি হাতির চলাচলের রাস্তায় বনসৃজন ও যথেষ্ট সংখ্যক ওয়াচ টাওয়ার বসানোর প্রস্তাব দেওয়া। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আয়েষা রানি বলেন, "ঝাড়গ্রামের উন্নয়নের জন্য এমন প্রস্তাব স্বাগত। খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।"

News of Different Activities

JIO 4G 18:49

Page 2 - Sangbad Pratidi...
epaper.sangbadpratidin.in
SHARE

Print Date 18 Nov, 2018

ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগ, হবে কর্মসংস্থানের সুযোগ

চিল্কিগড়ে তৈরি হবে চা-কফির বাগান, মাটির নমুনা সংগ্রহ শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম : চা-বাগান দেখতে এবার আর দার্জিলিং যেতে হবে না। ঝাড়গ্রাম জেলাতেই দেখা মিলবে চা-বাগানের। কেবলমাত্র শুধু দেখা নয়, চা-বাগান ঘিরে স্থানীয় মানুষজনের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের চিল্কিগড়ের কনকদুর্গা মন্দিরকে ঘিরে পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ আসতে চলেছে। জামবনি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে চিল্কিগড়ের কনকদুর্গা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হতে চলেছে চা, কফির বাগান। আর সেইলক্ষে জমির মাটি পরীক্ষা-সহ পুরো পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগকে। শনিবার চিল্কিগড়ের ডুলুং নদীর সংলগ্ন অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে শুরু হল মাটি পরীক্ষা এবং মাটির নমুনা সংগ্রহের কাজ। ডুলুং নদীর ধারে অসাধারণ জঙ্গল ঘেরা চিল্কিগড় কণকদুর্গা মন্দির রাজ্য পর্যটন মানচিত্রে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

এদিন ডুলুং পাড়ে দু'টি জায়গা দেখে গিয়েছেন কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রণব সাহু, খড়গপুর আইআইটির চা বিশেষজ্ঞ বিসি ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন জামবনি ব্লকের বিডিও সৈকত দে, কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের দুই শিক্ষক চন্দন করণ, প্রদীপ্ত চন্দ্র প্রমুখ। জামবনি ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন চিল্কিগড়ের কণকদূর্গা মন্দির সংলগ্ন ডুলুং নদীর পাড়ের দুটি জায়গার মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। ডুলুং নদীর পাড়ের একটি ১৫০০ বর্গ মিটার

জমির মাটি পরীক্ষা করতে এসেছেন বিশেষজ্ঞ দল। —প্রতিম মৈত্র

এবং অপরটি ৪০০০ বর্গ মিটার জমি প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞ দলটি চিহ্নিত করেছে। তাঁদের অনুমান, এই মাটিতে কিছু পরিমাণ জৈব সার মিশিয়ে চা, কপি, চাষ করা সম্ভব। এর জন্য চিল্কিগড় এলাকার স্থানীয় পরিবারগুলিকে দিয়ে জৈব সার প্রস্তুত করার কথা ভাবা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জানা গিয়েছে, চা, কফি চাষ ছাড়াও আগামীদিনে মশলাপাতি তথা গোলমরিচ, তেজপাতা-সহ অন্যান্য চাষের কথা ভাবা হচ্ছে। জৈব সার প্রয়োগ করে শাকসবজির বাগান তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রণব সাহু বলেন, "জামবনি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাপগাড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগকে চা, কফি ও মৃত্তিকা পরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিন প্রাথমিকভাবে আমরা মৃত্তিকা পরীক্ষা করে দেখেছি। এবং মৃত্তিকা সংগ্রহ করেছি। তবে প্রাথমিকভাবে আমরা আশাবাদী এখানে কিছু পরিমাণ জৈব সার মিশিয়ে চা, কফি চাষ করা সম্ভব হবে। চা গাছে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই ফলন হয়। একবার চা গাছ রোপণ করা হলে আশি থেকে একশো বছর ধরে ফসল তোলা যাবে।"

অন্যদিকে জামবনি ব্লকের বিডিও সৈকত দে বলেন, "ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে চিল্কিগড় এলাকায় চা, কফি, মশলার বাগান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে চা এবং কফি উৎপাদনের জন্য প্রায় এক বছর সময় লাগবে"।

Copyright © 2018 Pratidin Prakashani Pvt Ltd. All rights reserved

---

১৮ নভেম্বর ২০১৮ বর্তমান

ঝাড়গ্রামের চিল্কিগড়ে চা চাষ, উদ্যোগী রাজ্য

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: চিল্কিগড়ে চা চাষের উদ্যোগ নিল প্রশাসন। চা চাষের পাশাপাশি কফি ও সয়াবিন লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। এরফলে পর্যটকদের কাছে চিল্কিগড় আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। চিল্কিগড়ের অরণ্যের পাশে রয়েছে ডুলুং নদী। ১০০দিনের কাজের মাধ্যমে এই প্রকল্প গড়ে তোলা হবে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার চিল্কিগড়ে কনকারণ্যের পাশে দেড় একর জমি পরিদর্শন করেন কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক প্রণব সাউ ও খড়্গাপুর আইআইটির চা বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী বিজয়চন্দ্র ঘোষ ও আইআইটির কৃষি বিজ্ঞানী প্রদীপ্ত চন্দ্র। জানা গিয়েছে, কনকারণ্যের অনুর্বর জমিতে চা চাষের জন্য জামবনী ব্লক প্রশাসন পরিকল্পনার দায়িত্ব দিয়েছে সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগকে। ওই মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান প্রণব সাউ বলেন, সরকারি চিঠি পাওয়ার পরই আমরা এদিন খড়্গাপুর আইআইটির বিজ্ঞানীদের নিয়ে কনকারণ্যের পাশের জমি পরিদর্শন করেছি। সেখানকার মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ল্যাবরেটরি থেকে সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই তা বিডিওকে জানানো হবে। জামবনীর বিডিও সৈকত দে বলেন, চিল্কিগড়কে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরফলে স্থানীয় স্ব-সহায়ক দলগুলিও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে তৈরী
গ্যাসলিভ
১০০% পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন
GASLIV
* গ্যাস ?
* অম্বল ?
* বদহজম ?
* কোষ্ঠকাঠিন্য ?
International Drug Lab

TENDER NO

চা চাষ শুরু হচ্ছে চিল্কিগড় পর্যটন তীর্থে

পত্রিকা প্রতিনিধি ঃ এর আগে চাষের বাগান দেখার জন্য পর্যটকদের ছুটে যেতে হত ডুয়ার্স, দার্জিলিং, আসামে। এবার সেই ভ্রমণ পিপাসু মানুষজন চাহিদা পুরণ করতে এবং স্থায়ী অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য নিয়ে চা চাষ শুরু হতে চলেছে ঝাড়গ্রাম জেলার চিল্কীগড় কণক দুর্গা মন্দির চত্বরে। ইতিমধ্যে চিল্কীগড় কণক দুর্গা মন্দির ও পর্যটন কেন্দ্র রাজ্যের পর্যটন মান চিত্রে যেমন উজ্জ্বল একটি নাম। তেমনি বায়োডাইভারসিটির ঘোষণা অনুযায়ী ভারতবর্ষের ১২ তম শ্রেষ্ঠ ভেষজ উদ্যান। শনিবার ডুলুং পাড়ে দুটি প্লট দেখে গিয়েছেন কাপগাড়ী সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রণব সাহু, খড়গপুর আই আই টির চা বিশেষজ্ঞ বি সি ঘোষ, প্রদীপ্ত চন্দ্র। এবং সাথে ছিলেন জামবনীর বিডিও, সৈকত দে, কাপগাড়ী সেবা ভারতী মহা বিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের দুই শিক্ষক চন্দন করণ। জামবনী ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন চিল্কীগড় কণক দূর্গা মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ডুলুং নদীর পাড়ের দুটি প্লটের মৃত্তিকা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এই ডুলুং নদীর পাড়ের একটি ১৪০০ বর্গ মিটার এবং অপরটি ৪০০০ বর্গমিটার জমি দেখে ঘুরে গিয়েছেন তাঁরা। তবে প্রাথমিকভাবে তাঁদের অনুমান এই মৃত্তিকাতে কিছু পরিমাণ জৈব সার মিশিয়ে চা, কপি চাষ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন। এর জন্য চিল্কীগড এলাকার প্রায় কুড়ি থেকে বাইশটি পরিবারকে দিয়ে জৈব সার প্রস্তুত করার জন্য কথা বলেছেন এবং আগামী দিনে জৈব সার তৈরির কারখানা বানানোর প্রস্তাব দেবে জামবনী ব্লক প্রসাসনকে। জানা গিয়েছে চা, কফি চাষ এবং মৃত্তিকা ও নালিকা ক্ষয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাপগাড়ী সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগকে। চা, কফি চাষ ছাড়াও আগামীদিনে উদ্যান কৃষি ও মশলাপাতি জিনিস তৈরির বাগান, জৈব সার প্রয়োগ করে শাক সব্জীর বাগান তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে কাপগড়ী সেব ভারতী মহা বিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রণব সাহুবলেন, জামবনী ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাপগাড়ী কলেজের ভূগোল বিভাগকে চা, কফি ও মৃত্তিকা নালি ক্ষয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিন প্রাথমিক ভাবে আমরা মৃত্তিকা পরিক্ষা করে দেখেছি এবং মৃত্তিকা সংগ্রহ করেছি। তবে প্রাথমিকভাবে আমরা আশাবাদী এখানে কিছু পরিমাণ জৈব সার মিশিয়ে চা কফি চাষ করা সম্ভব হবে। একবার চা গাছ রোপন করা হলে একসো বছর ধরে ফসল তোলা যাবে।

ডাঃ পাত্র
ডাক্তার দেখানোর আগে ফোনে নাম
+91 9734723953 / 967948
drswapankumarpatra@g

News of Different Activities

ইন্টারনেট সংস্করণ: http//www.ba

বর্তমান

কলকাতা, রবিবার ২ এপ্রিল ২০১৭, ১৯ চৈত্র ১৪২৩

Bartama

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর

ঝাড়গ্রাম শহরকে সবুজ ও স্বাস্থ্যকর হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলা শহরকে সবুজ ও স্বাস্থ্যকর শহর হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল পুরসভা। শুক্রবার এজন্য পুরসভার চেয়ারম্যানকে লিখিত প্রস্তাব দিয়েছে ট্রপিক্যাল ইনসটিটিউট অব আর্থ অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল রিসার্চ নামে সংস্থাটি। এই সংস্থাটিতে রয়েছেন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষকরা। সংস্থার সদস্যরা চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার পর শহরের ১৮টি ওয়ার্ডে প্রাথমিকভাবে সমীক্ষা করেছেন। তাঁরা ১৬দফা প্রস্তাব দিয়েছেন চেয়ারম্যানকে। তারমধ্যে রয়েছে প্রাতঃভ্রমণ ও সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণের জন্য গ্রিন করিডর, গ্রিন ফুটপাত, শহরের মূল জায়গায় ইলেকট্রনিক সিগন্যাল সহ একাধিক কাজ। এদিন কাপগাড়ি সেবাভারতী কলেজের অধ্যাপক প্রণব সাহু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা নগর পরিকল্পনা গবেষক শেখ মাফিজুল হক পুরসভায় গিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে লিখিতভাবে বিষয়টি জানান।

প্রণববাবু বলেন, ঝাড়গ্রাম জেলা শহর হয়ে গেল। কিন্তু, অসেচতনতার ফলে ঝাড়গ্রাম শহর তার সৌন্দর্যতা হারিয়েছে। ঝাড়গ্রামের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য পুরসভাকে প্রস্তাব দিয়েছি। পুরসভার চেয়ারম্যান দুর্গেশ মল্লদেব বলেন, সংস্থার সদস্যরা খুব ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন। পুরসভার উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে আগামীদিনে তাঁদের নিয়ে উন্নয়ন করা হবে।